সংবাদ | সাক্ষাৎকার | টক-শো | ম্যাগাজিন

The DhakaChat বাংলা

ই-পেপার

www.thedhakachat.com

২৩ আগস্ট ২০২৫ | শনিবার

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জাতিসংঘের মিয়ানমার বিষয়ক দূতের সাক্ষাৎ

ছবিঃ প্রধান উপদেষ্টা ও জাতিসংঘের বিশেষ দূত

ডেস্ক রিপোর্ট: প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে মিয়ানমারের মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের বিশেষ দূত টম অ্যান্ড্রুজ সাক্ষাৎ করেছেন।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ সাক্ষাৎ হয় বলে বাসসের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুরুত্বের সঙ্গে রোহিঙ্গা সংকটকে তুলে ধরার জন্য বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন অ্যান্ড্রুজ।

আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠেয় রোহিঙ্গা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্যোগ যে প্রধান উপদেষ্টার হাত ধরেই এসেছে তাও মনে করিয়ে দেন বিশেষ দূত, খবর বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর।

ইউনূসের উদ্দেশে অ্যান্ড্রুজ বলেন, “রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশের উদারতায় বিশ্ব কৃতজ্ঞ। একইসঙ্গে স্থায়ী সমাধানের আশাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপনার নেতৃত্ব বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।”

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, জাতিসংঘের সম্মেলন দীর্ঘদিনের রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে কার্যকর সমাধানের পথ দেখাবে বলে তিনি আশা রকরছেন। দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা কমে যাওয়ায় স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ মৌলিক সেবা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিতে অ্যান্ড্রুজকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি।

টম অ্যান্ড্রুজ বলেন, বাংলাদেশ বিভিন্ন পক্ষকে যুক্ত করে সংকট সমাধানে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করছে।

বাসস লিখেছে, তবে রাখাইন রাজ্যে স্থিতিশীলতা আনতে ও শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে, জাতিসংঘ মহাসচিবের মানবিক চ্যানেল স্থাপনের উদ্যোগটি ‘বিদ্বেষমূলক’ প্রচারণার কারণে ব্যাহত হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেন অ্যান্ড্রুজ।

টম অ্যান্ড্রুজ আশা করেন, সব পক্ষের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় দ্রুত একটি টেকসই সমাধান সম্ভব। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি।

আগামী ২৫ অগাস্ট কক্সবাজারে রোহিঙ্গা বিষয়ে স্টেকহোল্ডার সংলাপে যোগ দিতে বাংলাদেশে এসেছেন টম অ্যান্ড্রুজ। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ওই সংলাপ উদ্বোধন করবেন।

ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী

ডেস্ক রিপোর্ট: পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার শনিবার (২৩ আগস্ট) দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসছেন।

শুক্রবার (২৩ আগস্ট) পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনেটর ইসহাক দার ২৩-২৪ আগস্ট বাংলাদেশ সফর করবেন।

ঢাকায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনসহ বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন। এ বৈঠকগুলোতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে, খবর বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর।

সূত্র জানায়, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার ঢাকা সফরের দ্বিতীয় দিন আগামী ২৪ আগস্ট পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করবেন। বৈঠক শেষে দুই দেশের মধ্যে ৬টি চুক্তি ও সমঝোতা সই হতে পারে।

ছবিঃ পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী

যেসব চুক্তি ও সমঝোতা সইয়ের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে, সেগুলো হলো- দুই দেশের অফিসিয়াল ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি। দুই দেশের বাণিজ্যবিষয়ক জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন, সংস্কৃতি বিনিময়, দুই দেশের মধ্যে ফরেন সার্ভিস একাডেমির মধ্যে সহযোগিতা, দুই রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের সঙ্গে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (আইপিআরআই) মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ে সমঝোতা সই।

২০১২ সালের পর পাকিস্তানের কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এটিই প্রথম বাংলাদেশ সফর হতে চলেছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সফর সামনে রেখে গত ১৬-১৭ এপ্রিল ঢাকা সফর করেন দেশটির পররাষ্ট্র সচিব আমনা বালুচ। সে সময় দুই দেশের মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।

চলতি বছর ২৭-২৮ এপ্রিল পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা সফরের কথা ছিল। তবে কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের বাংলাদেশ সফর স্থগিত করা হয়। এখন নতুন করে আবার সফর সূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২০১২ সালে সর্বশেষ পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশ সফর করেছিলেন হিনা রব্বানি খার। মূলত উন্নয়নশীল আট মুসলিম দেশের জোট ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানাতে সে সময় ঢাকা সফর করেছিলেন তিনি।

এদিকে পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান ২০ আগস্ট থেকে চারদিনের সফরে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন।

শেখ হাসিনার বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রকাশ করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে

ডেস্ক রিপোর্ট: ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য কোনো গণমাধ্যম প্রকাশ করলে সেই গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুক্রবার (২২ আগস্ট) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে, খবর সমকাল।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়, 'বাংলাদেশের টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও অনলাইন মিডিয়ায় ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত অপরাধী এবং গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত পলাতক আসামি আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনার অডিও সম্প্রচার এবং প্রচার ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইনের গুরুতর লঙ্ঘন। গত বছরের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাক্তন স্বৈরশাসকের ঘৃণা ছড়ায় এমন বক্তব্য সম্প্রচার নিষিদ্ধ করে।'

এতে বলা হয়, 'আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, কিছু গণমাধ্যম বৃহস্পতিবার আইন ও আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরশাসকের একটি ভাষণ প্রচার করেছে যেখানে তিনি মিথ্যা ও উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। আমরা এ ধরনের অপরাধমূলক প্রচারকর্মে জড়িত গণমাধ্যমের কর্মকর্তাদের সতর্ক করে দিচ্ছি এবং দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছি যে, শেখ হাসিনার বক্তব্য কেউ ভবিষ্যতে প্রকাশ করলে তাৎক্ষণিক আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমাদের জাতির ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমরা অপ্রয়োজনীয় বিভ্রান্তি তৈরির ঝুঁকি নিতে পারি না। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, শেখ হাসিনা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় শতশত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীর গণহত্যার নির্দেশ দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগের পরে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গেছেন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। বর্তমানে তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিচারাধীন রয়েছেন। বাংলাদেশের আইন অনুসারে, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ অনুসারে, যেকোনো ব্যক্তি বা সংগঠন যারা তাদের নেতাদের কার্যকলাপ বা বক্তৃতা প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রয়েছে।'

উসকানিমূলক বক্তব্য প্রচার, পুনঃপ্রচার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ঝুঁকি তৈরি করে। এটি কেবল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য কাজ করে। এ ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ অমান্যকারী যেকোনো সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশের আইনের অধীনে আইনি জবাবদিহিতার আওতায় পড়বে।'

দেশ বাঁচাতে পিআর নির্বাচন প্রয়োজন, বললেন চরমোনাই পীর

ছবিঃ চরমোনাই পীর

ডেস্ক রিপোর্ট: ইসলামী আন্দোলনের আমির চরমোনাই পীর সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, জুলাই অভ্যুত্থানে শিক্ষার্থীরা জীবন দিয়েছে একটি সুন্দর দেশ পেতে। প্রচলিত পদ্ধতির নির্বাচন কালো টাকা, পেশিশক্তি এবং ভোট জালিয়াতির সুযোগ দেয়। যাতে দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার এবং চাঁদাবাজির জন্ম হয়। এই পদ্ধতির নির্বাচন আর চাই না। দেশ বাঁচাতে ভোটের অনুপাত (পিআর) পদ্ধতিতে নির্বাচন দিতে হবে, খবর সমকাল।

শুক্রবার রাজধানীর শাহবাগে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব বথা বলেন চরমোনাই পীর।

সমাবেশ থেকে শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, জুলাই ঘোষণাপত্র ও সনদের আইনিভিত্তি, নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন, জুলাই গণহত্যার বিচার এবং চাঁদাবাজি বন্ধসহ সাত দফা ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়।

ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি ইউসুফ আহমদ মানসুরের সভাপতিত্বে চরমোনাই পীর বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার গণভোট দিয়ে দেখুক, জনগণ পিআর চায় কিনা। নির্বাচন ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার এবং গণহত্যার বিচার দৃশ্যমান হতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের নায়েবে আমির সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম (শায়খে চরমোনাই) বলেন, তারেক রহমান আর সজীব ওয়াজেদ জয়ের মৌলবাদ বিষয়ক বক্তব্যে কোনো পার্থক্য নেই। মৌলবাদ নিয়ে যারা আজ সমালোচনা করেন, তারাই একসময় ডানপন্থীদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৯২ শতাংশ মুসলমানের দেশে ইসলাম বিজয়ী হবেই- এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। যারা মৌলবাদকে ভয় দেখায় তারা মূলত ইসলাম বিদ্বেষী।

প্রশাসন ডাকসুর আচরণবিধি নিয়ে উদাসীন: উমামা

ডেস্ক রিপোর্ট: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের আচরণবিধি নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে 'উদাসীনতার' অভিযোগ তুলেছেন উমামা ফাতেমা।

'স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য' প্যানেলের এ ভিপি প্রার্থী বলছেন, "আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, তারা তা নিচ্ছে না, খবর বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর।

"প্রশাসনের এ ধরনের উদাসীনতার ফলে নির্বাচনের দিন বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে।"

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো উদ্যোগ না নিলে নিজেদের প্যানেলের পক্ষ থেকে 'পদক্ষেপ'নেওয়া হবে মন্তব্য করে উমামা বলেন, "মিছিল নিয়ে মনোনয়ন ফরম তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছিল নির্বাক।"

শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলনে এসে এসব অভিযোগ তুলে ধরেন তিনি।

দূরত্ব কমাতে ও যানজট এড়াতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে বেশ কয়েকটি হলের ভোটকেন্দ্রে পরিবর্তন আনার দাবিও জানান উমামা।

তিনি বলছেন, শামসুন্নাহার হলের ভোটকেন্দ্র পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউটে এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল ও বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের ভোট কেন্দ্র সমাজকল্যাণ গবেষণা ইনস্টিটিউটে স্থানান্তর করা হোক।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান বাণিজ্য সম্প্রসারণে নতুন উদ্যোগ, স্বাক্ষরিত হবে এমওইউ

ডেস্ক রিপোর্টঃ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আগামী ২৪ আগস্ট একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে দুই দেশ একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করবে, যা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতার জন্য একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করবে। এ উদ্যোগ কার্যকর হলে বাজার সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ প্রবাহ এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও গতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই) মিলনায়তনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান একে অপরের সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে জানে এবং দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। এখন সময় এসেছে এই সম্পর্ককে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবসায়িক পরিকল্পনার মাধ্যমে আরও এগিয়ে নেওয়ার। তিনি বলেন, একটি সুস্পষ্ট ব্যবসায়িক রোডম্যাপ তৈরি করতে পারলে উভয় দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হবে।
তিনি জানান, পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের বাজারকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখছেন। পরিবর্তিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ছে। ইতোমধ্যে একাধিক পাকিস্তানি ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেছে এবং ভবিষ্যত বিনিয়োগ সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছে। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগ শুরু হলে কেবল মানুষের যাতায়াতই নয়, আমদানি-রপ্তানিও সহজতর হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আলোচনা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

ছবিঃ চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই) মিলনায়তনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

এ সময় বাংলাদেশের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশ বৈচিত্র্যময় বাণিজ্য গড়ে তোলার জন্য সর্বদা অন্য দেশের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের সঙ্গে বেশ কিছু সম্ভাবনাময় ব্যবসায়িক সুযোগ নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা হয়েছে এবং উদ্যোক্তারা সক্ষমতা বাড়িয়ে এগিয়ে গেলে প্রবৃদ্ধির নতুন সুযোগ তৈরি হবে।
চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রশাসক মুহাম্মদ আনোয়ার পাশা বলেন, বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানিতে বৈষম্য রয়েছে। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিবছর ৭০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি পণ্য আমদানি করে, অথচ বাংলাদেশের রপ্তানি মাত্র ৫৮ মিলিয়ন ডলারে সীমাবদ্ধ। এই বৈষম্য কমাতে হলে সাফটা (South Asian Free Trade Agreement) ও ডি-৮ পিটিএ (Preferential Trade Agreement) কার্যকর করা প্রয়োজন। পাশাপাশি নন-ট্যারিফ বাধা হ্রাস, বিজনেস টু বিজনেস (B2B) সংযোগ বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করলে পারস্পরিক বাণিজ্য বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়াউদ্দিন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নাজনীন কাওসার চৌধুরী, বিএসআরএম গ্রুপের চেয়ারম্যান আলী হুসেইন আকবর আলী, চেম্বারের সাবেক পরিচালক আমজাদ হোসেন চৌধুরী, পাকিস্তান হাইকমিশনের ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট অ্যাটাচে জাইন আজিজ, চেম্বারের সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এমএ সালাম, সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এরশাদ উল্লাহ এবং পান রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. একরামুল করিম চৌধুরী।
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক অতীতের নানা চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে নতুন মাত্রা পেতে যাচ্ছে। সরাসরি বিমান চলাচল শুরু হলে এবং যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের মাধ্যমে একটি কার্যকর রোডম্যাপ তৈরি হলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে ব্যবসায়ী মহল আশাবাদী।

সবখবর সবার আগে পেতে ভিজিট করুন-

www.thedhakachat.com

The DhakaChat বাংলা

https://www.youtube.com/@DhakaChat
https://www.facebook.com/DhakaChatShow

Publisher: **DPH Agency**
E-mail: dhakachat.show@gmail.com